দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 SEP 1996
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

পাবনা ঃ চরভবানীপুরের এই শিশুরা স্কুলে যায় না —জনকণ্ঠ

যে গ্রামের শিশুরা স্কুলে যায় না

মীর্জা আজাদ, *পাবনা থেকে*

অবহেলিত দু'টি গ্রাম চরভবানীপুর ও খাসচর ধোকরাকোল। ২৫ বছর আগে পদ্মার বুকে জেগে ওঠা চরে গড়ে উঠেছে জনবসতিপূর্ণ এই গ্রাম দু'টি। এখানে আজও পৌঁছায়নি শিক্ষার আলো, জন্ম শাসন, যানবাহন। এমনকি, ১২ হাজার মানুষের এই দু'টি গ্রামে একটিও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নাই।

১২ বর্গ কিলোমিটার অয়তনবিশিষ্ট পদ্মা পরিবেষ্টিত চরভবানীপুর এবং খাসচর ধোকরাকোল। এখানকার অধিবাসীরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছে অভাব, ক্ষুদা, রোগ-শোক ও নদী ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে। ১২ হাজার মানুষ অধ্যুষিত এ গ্রামটিতে একটি মাত্র বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। নামে মাত্র শ'তিনেক ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি দেখানো হয়েছে। স্কুলে গম দেয়, তাই ওরা নাম লেখায়। লেখাপড়ায় আগ্রহ নেই কারও। মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ শিশু।

লেখাপড়ার চেয়ে নদীতে সাঁতার কাটা, মাছধরা তাদের কাছে অধিক প্রিয়। বাবা-মাও সচেতন নন। চরভবানীপুর গ্রামের গফুর শেখ এ প্রসঙ্গে বললেন-- কি হবে লেখাপড়া শিখিয়ে। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করার পরও উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার কোন সুযোগ নেই। গ্রামের ৯৮ ভাগ শিশু স্কুলে যায় না।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেতন ভাতার সুযোগ কম। শিক্ষকরা মাসে দু'চার দিন স্কুলে হাজিরা দিয়েই খালাস। তারপর এরা আবার গ্রামের মোড়ল। শাহাবুদ্দিন ও কালু মাস্টার বিচার সালিশ নিয়েই বেশি ব্যস্ত। কেন না এ গ্রামে ছোটখাটো কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে গ্রামবাসীরা মোড়লের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে নেয়। থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায় না। সে সুযোগও নেই।

পদ্মা নদীর মাঝখানে জেগে ওঠা চরভবানীপুর ও খাসচর ধোকরাকোল থেকে পাবনার দূরত্ব উত্তরে ২০ কিলোমিটার, কুষ্টিয়ার দূরত্ব দক্ষিণে ২৪ কিলোমিটার, রাজবাড়ী জেলার দূরত্ব পূর্বে ৩০ কিলোমিটার। যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্ষামৌসুমে নৌকা; শুকনো মৌসুমে তপ্ত বালির উপর দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ। সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয় পানি কিছুটা নেমে গেলে। না হেঁটে যাওয়া যায় না নৌকায়। এ সময়ে মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকে।

চরভবানীপুরের মানুষ জানালেন এক চমকপ্রদ তথ্য। এ গ্রামটির অধিকাংশ মানুষ দুই জেলার ভোটার। কুষ্টিয়া ও পাবনা। যখন যে দিকে সুবিধা পান সে জেলাতেই তারা ভোট দেন। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে অধিকাংশ দম্পতি উদাসীন। কেউ কেউ জানান, ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। গত তিন বছরে পরিবার-পরিকল্পনা বিভাগের কোন মাঠকর্মী এ এলাকায় যায়নি। অধিকাংশ দম্পতির ৭/৮ জন করে সন্তান। তবে সুখের কথা, এ এলাকার ৯০ শতাংশ শিশু টিকা নিয়েছে।

১২ হাজার মানুষের এই জনপদে কোন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তো নেই-ই, এমনকি কাঁচা পায়খানাও নেই। শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধ সবাই প্রাকৃতিক কাজ সারেন নদীর পাড়ে কিংবা ঝোঁপঝাড় বা খালের আড়ালে, বেশির ভাগ মহিলা রাতের বেলা বাড়ির পাশে বা মাঠে ঐ কাজটি সারেন। কাঁচা পায়খানা তৈরির ব্যাপারেও এদের অনীহা। বিষয়টি প্রথাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের কারণে পানিবাহিত রোগ, বিশেষ করে ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি রোগে কমবেশি সবাই আক্রান্ত হচ্ছে।

এদের মূল পেশা কৃষি কাজ ও মাছধরা। বর্ষা মৌসুমে পদ্মায় জাল পেতে শিকার করছে ঝাঁকে ঝাঁকে রূপালী ইলিশ। কিন্তু মহাজন মাত্র ৩০ টাকা কেজি হিসাবে দাম দিয়ে শত শত মণ ইলিশ নিয়ে বিক্রি করছে পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, ফরিদপুর শহরে। প্রধান কৃষি পণ্য উৎপাদিত হয় আউশধান ও আখ। এতে এদের সংসার চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।